ভারসাম্যপূর্ণ জীবন
ও
সময়ব্যবস্থাপনা

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সবুজপত্র

অভিমত

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ লিখিত 'ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও সময়ব্যবস্থাপনা' বইটি আমি পড়ে দেখেছি। খুবই সুলিখিত ও প্রয়োজনীয় বই। আমরা জীবনে সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারি না। ফলে ক্ষতি আমাদেরই হয়। মুসলিম উম্মাহরও ক্ষতি হয়। উম্মাহর সদস্যরা যদি দায়িত্ব পালন করে সময়কে কাজে না লাগায় তবে উম্মাহর অগ্রগতি ও উন্নয়ন ব্যাহত হবেই।

এ রকম বই ইংরেজি সাহিত্যে অনেক আছে; কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই ইসলামের পরিপ্রেক্ষিত লিখা হয়নি। বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে লিখিত বই আছে বলে আমার জানা নেই। এ বইটিতে বিষয়টির সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। এটি আমাদের সবারই একটি হ্যান্ডবুক হতে পারে।

আমি মুহাম্মদ ইউনুছকে এ কাজ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে প্রকাশককেও ধন্যবাদ জানাই এ মূল্যবান বইখানা পাঠকের নিকট উপস্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য।

শাহ আব্দুল হান্নান
প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

***

æতোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য।" [আল কুরআন]

***

æসময়ের কসম! মানুষ আসলে বড়োই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজে ব্যাপৃত থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিয়েছে।" [আল কুরআন]

***

æসুসময়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কতোই না উত্তম! দুঃসময়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কতোই না উত্তম! ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কতোই না উত্তম!" [আল হাদীস]

***

æতোমার শরীরের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, পরিবার-পরিজনের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, তোমার স্ত্রীর প্রতিও তোমার কর্তব্য রয়েছে।" [আল হাদীস]

***

ইবনে মাসউদের কোনো দিনের আমল আগের দিনের চেয়ে ভালো না হলে এতো বেশি দুঃখিত হতেন যে, অন্যকোনো কারণে এতো বেশি দুঃখবোধ করতেন না।

***

সূচিপত্র

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন

বিবরণ	পৃষ্ঠা
গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও কতিপয় দিক	১৫
ভারসাম্য মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য	১৬
ইসলামের বৈশিষ্ট্য সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা	১৭
দান-সদকা করার মধ্যেও ভারসাম্য দরকার	১৮
আয়-ব্যয়ে মধ্যমপন্থা ইসলামের শিক্ষা	১৯
চিন্তা ও বিশ্বাসে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে	১৯
বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন	২০
ইবাদত-বন্দেগীতে ভারসাম্য	২১
মধ্যমপন্থা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ	২২
রাসূলুল্লাহ ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের সর্বোত্তম মডেল	২২

দ্বিতীয় ভাগ

সময়ব্যবস্থাপনা

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সময় ব্যবস্থাপনা	৫১
সময়ের বৈশিষ্ট্য	৫২
কুরআন-হাদীসে সময় সম্পর্কে বর্ণনা	৫৬
সময়ের গুরুত্ব	৫৮
সময়ের সদ্ব্যবহারে মুসলিমদের দায়িত্ব	৬০
সময় ব্যবস্থাপনার অর্থ	৬১
সময় ব্যবস্থাপনার উপকারিতা	৬২
অপরিকল্পিত সময় ব্যয়ের অপকারিতা	৬৬
পরিকল্পিত সময় ব্যয় না হওয়ার কারণ	৬৬
সময়ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার	৭৩
সময়ব্যবস্থাপনায় আপনি কি সিরিয়াস?	৭৪
সময় ব্যয় পর্যালোচনা	৭৫

প্রথম ভাগ

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন

গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও কতিপয় দিক

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন মানে আত্মগঠন, ছাত্রত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে সমতা রক্ষা করে নিজের প্রতিভা বিকাশের নিরলস প্রচেষ্টা চালানো এবং মানবজীবনে যতো সব প্রয়োজন রয়েছে সকল প্রয়োজন পূরণে সদা সচেষ্ট থাকা; কোনো একটির দিকে অধিক ঝুঁকে অন্যদিক ক্ষতিগ্রস্ত না করা। একটির প্রতি অধিক ঝুঁকে অপরটি ক্ষতিগ্রস্ত করলে শুধু একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনেই ক্ষতি সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এ কারণে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রেও ক্ষতি সাধিত হয়। তাই ব্যক্তির সকল কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِى الْغِنٰى، مَا اَحْسَنَ الْقَصَدَ فِى الْفَقْرِ، وَاَحْسَنَ الْقَصْدَ فِى الْعِبَادَةِ»

æসুসময়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কতোই না উত্তম! দুঃসময়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কতোই না উত্তম! ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কতোই না উত্তম!" (হাদীস যঈফ। যঈফাহ লিল আল বানী: ২১৬৪)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, সর্বাবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য।

ভারসাম্য মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য

আল্লাহ তাআলা ভারসাম্যপূর্ণভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ইসলামে প্রদর্শিত সকল কিছুই স্বভাবসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ। মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকালে খুব সহজেই অনুভূত

হয় যে, আল্লাহ তাআলা দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটির সাথে আরেকটির সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে কী অপূর্ব ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, সুবহানাল্লাহ! একটি হাত বা পা খুব লম্বা আরেকটি খুব ছোট করেননি। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যা নজরে পড়ে তা মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

æআমি তো মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা ৯৫; তীন ৪)

মানুষের শরীরের কাঠামোতে ভারসাম্য না থাকলে তাকে অসুস্থ শরীর বলা হয়। অনুরূপভাবে কোনো একজন মানুষের জীবনে ভারসাম্য না থাকলে অসুস্থ জীবনের অধিকারী হয়। আমরা বিশ্বজগতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে, একজন মানুষের জীবনধারণ এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে দিয়েছেন। কিন্তু কোনো কারণে মানুষের জীবনে এসব উপাদানের কোনো একটির ঘাটতি পড়লে মানুষ সুস্থ থাকে না।

আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ভূ-ভাগে পাহাড় ও বন-বনানীর পাশাপাশি জলরাশিতে ভরপুর নদ-নদী, খাল-বিল, সাগর-মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। মানবজীবন রক্ষা করার জন্য পানি ও বায়ু দিয়েছেন। শুধু পানি কিংবা বায়ুর উপর নির্ভরশীল হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। আমরা দেখি, প্রাকৃতিক জগতে ভারসাম্য না থাকলে অর্থাৎ মানুষের জন্য যতোটুকু আলো, বাতাস ও পানি প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি বা কম হলে প্রাকৃতিক পরিবেশে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এর ফলে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, হ্যারিকেন, ভূমিকম্প হয়ে অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। অনুরূপভাবে কোনো একজন মানুষের জীবনে অপরিহার্য যতো কাজ আছে তা করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য না থাকলে মানবজীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়।

আমরা যদি প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদেও মহান আল্লাহ ভারসাম্য কায়েম করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহ তাআলা এমনভাবে দিয়েছেন যে, একটি দেশ তেলসম্পদে সমৃদ্ধ এবং আরেকটি দেশ সোনার খনিতে ভরপুর। কোথাও গ্যাস আর কোথাও লোহা বিদ্যমান। কোনো দেশে প্রচুর চা আর কোথাও পাট, আর কোথাও তুলা, কোথাও গম এভাবে একেক দেশে একেক জিনিসের উৎপাদন বেশি হয়। কোনো দেশই এমন নেই, যেখানে সকল সম্পদই মওজুদ রয়েছে। প্রত্যেক মানুষ একে অপরের উপর, প্রত্যেকটি দেশ একটি আরেকটির উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। এভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকৌশল নির্ধারণ না করলে পৃথিবীতে ভারসাম্য বজায় থাকতো না।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে জীবনের সকল দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। দুনিয়ার অপর কোনো ধর্ম বা মতাদর্শে এমন ভারসাম্য নেই। অন্যান্য জীবনদর্শনের কোথাও দুনিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আর কোথাও শুধু আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম দুনিয়া ও আখিরাত উভয়বিধ কল্যাণের সমন্বয় সাধন করেছে।

আল কুরআনে আমাদেরকে দোআ শেখানো হয়েছে,

﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَةً وَّ فِی الۡاٰخِرَةِ حَسَنَةً﴾

æহে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন।" (সূরা ২; বাকারা ২০১)

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا نُوۡدِیَ لِلصَّلٰوةِ مِنۡ یَّوۡمِ الۡجُمُعَةِ فَاسۡعَوۡا اِلٰی ذِکۡرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الۡبَیۡعَ ؕ ذٰلِکُمۡ خَیۡرٌ لَّکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ﴾

æহে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো, এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝো।" (সূরা ৬২; জুমুআ ৯)

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু মুলতবী রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার অন্যসব কাজ বাদ দিয়ে সারাক্ষণ মসজিদে বসে থাকার কথা আল্লাহ তাআলা বলেননি। তাইতো তিনি পরের আয়াতেই উল্লেখ করেছেন,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

æঅতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা ৬২; জুমুআ ১০)

এ দুটি আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সাথে সাথে জমিনে বৈধ পন্থায় রুজির সন্ধানের নির্দেশও দিয়েছেন। আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করা ও হালাল পন্থায় রুজি-রোজগার করা উভয়ই ফরয। একজন মুসলিমকে উভয় ফরয আদায়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।

দান-সদকা করার মধ্যেও ভারসাম্য দরকার

ইসলাম দান-সদকা করতে উৎসাহিত করেছে। তবে নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি উদাসীন থেকে সকল কিছু খরচ করতে বলেনি। এ কারণে-

æসম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত না করার কথা বলা হয়েছে।"

কেউ যদি এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি অসিয়ত করে, তাহলে তার উত্তরাধিকারদের এই ইখতিয়ার থাকবে যে, তারা ইচ্ছা করলে এক-তৃতীয়াংশের বেশি কৃত অসিয়ত পূরণ করতে পারে অথবা যা এক-তৃতীয়াংশের বাইরে তা পূরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে।

দ্বিতীয় ভাগ

সময়ব্যবস্থাপনা

প্রখ্যাত লেখক Johnson বলেছেন,

æIf you are taking up study seriously, your need to gain the maximum benefit from your study time."

শুধু ছাত্রদের জন্য নয়; সকলের জন্যই সময়ের মূল্য অপরিসীম। সময় যথাযথভাবে কাজে না লাগালে জীবনে কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। যারা সময়ের মূল্য বোঝে না, তাদের কাছে জীবনের কোনো মূল্য নেই।

সময়ের সঠিক ব্যবহারের উপরই জীবনের সফলতা নির্ভরশীল। যিনি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করেন, দুনিয়াতে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন। আর যিনি অবহেলায় সময় নষ্ট করেন তার পক্ষে দুনিয়াতে বিশেষ কোনো অবদান রাখা সম্ভব নয়।

অতীতে মুসলিমদের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে অনেক মুসলিমই সময়সচেতন নন। ফলে তাদের পক্ষে বড়ো ধরনের অবদান রাখা সম্ভব হয় না। দুনিয়াতে সফল ও ব্যর্থ লোকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে,

সফল ব্যক্তিরা জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, আর ব্যর্থ লোকদের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই এবং তারা অবহেলায়, গালগল্পে প্রচুর সময় অপচয় করে।

সময়ের বৈশিষ্ট্য

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী সময়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা

করেছেন। উক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে নিচে সময়ের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১. **সময় অস্থায়ী** (Transient): সময় হলো মেঘের মতো, যা বাতাসের সাথে ভেসে বেড়ায়। কখনও অল্প সময় আকাশে ভাসে, আবার কখনও বেশি সময় থাকে। কখনও মেঘ থেকে বৃষ্টিমালা হলে মানুষ খুশি হয়, আবার কখনও অতিবৃষ্টি হলে মানুষ অখুশি হয়। অনুরূপভাবে সময় কালের স্রোতধারায় প্রবহমান। সময়ের আবর্তে সুখ-দুঃখের অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। মানুষের জীবনের আনন্দ ও বেদনাও ক্ষণস্থায়ী। যেমন- কারো ছেলেসন্তান হলে খুশিতে বাগ বাগ হয়ে ওঠে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে উক্ত সন্তান বা তার মা মারা গেলে তার আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। এর অর্থ হচ্ছে, সময়ের চাকায় যা কিছু আবর্তিত হয় তার সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী।

মানুষসহ যতোকিছু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন সবকিছুই অস্থায়ী।

যদিও অনেক সময় কোনো ছেলে বা মেয়ে ১৫-২০ বছর বয়সে মারা গেলে আমরা বলে থাকি, আহা! অতি অল্প বয়সেই বা অকালেই ছেলেটি মারা গেলো। আর কেউ ১০০-১৫০ বছর জীবিত থাকলে তার নাম পৃথিবীর দীর্ঘায়ুসম্পন্ন মানুষের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি, আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় দুনিয়ার দীর্ঘায়ুসম্পন্ন মানুষের জীবনের কোনো তুলনা হয় কি না?

নূহ আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে দীর্ঘদিন যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁদের একজন।

তিনি সহস্রাধিক বছর জীবিত ছিলেন। তাঁকে তাঁর দীর্ঘায়ু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেন,

æআমার জীবন হচ্ছে এমন একটা ঘরের মতো, যার দুটো

দরজা আছে। আমি তার একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আরেকটি দরজা দিয়ে বের হয়েছি।"

মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত তখন একজন মানুষ কতো সময় জীবিত ছিলো তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে,

প্রত্যেককে আল্লাহ তাআলা যে সময় দিয়েছেন তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে কি-না।

পার্থিব জীবন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾

æএই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো।" (সূরা ২৯; আনকাবূত ৬৪)

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে আরও বলেন,

﴿اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ﴾

æতোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন, এক বৃষ্টির অবস্থা। যার ফলে উৎপন্ন সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর তা খড়কুটো হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী বৈ কিছুই নয়।"

(সূরা ৫৭; হাদীদ ২০)

দুনিয়াতে কেউ যতো দীর্ঘজীবীই হোক না, তা আখিরাতের তুলনায় কোনো সময়ই নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَاَمَّا مَنۡ طَغٰی ﴿۳۷﴾ وَ اٰثَرَ الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا ﴿۳۸﴾ فَاِنَّ الۡجَحِیۡمَ ہِیَ الۡمَاۡوٰی ﴿۳۹﴾ وَ اَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ وَ نَہَی النَّفۡسَ عَنِ الۡہَوٰی ﴿۴۰﴾ فَاِنَّ الۡجَنَّۃَ ہِیَ الۡمَاۡوٰی ﴿۴۱﴾ یَسۡـَٔلُوۡنَکَ عَنِ السَّاعَۃِ اَیَّانَ مُرۡسٰہَا ﴿۴۲﴾ فِیۡمَ اَنۡتَ مِنۡ ذِکۡرٰىہَا ﴿۴۳﴾ اِلٰی رَبِّکَ مُنۡتَہٰىہَا ﴿۴۴﴾ اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مُنۡذِرُ مَنۡ یَّخۡشٰىہَا ﴿۴۵﴾ کَاَنَّہُمۡ یَوۡمَ یَرَوۡنَہَا لَمۡ یَلۡبَثُوۡۤا اِلَّا عَشِیَّۃً اَوۡ ضُحٰىہَا ﴿۴۶﴾﴾

æযে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়ালখুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কবে হবে? এর বর্ণনার সাথে আপনার কী সম্পর্ক। এর চূড়ান্ত জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে। যে একে ভয় করে আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। যেদিন তারা একে দেখবে সেদিন মনে হবে যেনো তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।" (সূরা ৭৯; নাযিআত ৩৭-৪৬)

২. **সময় ফিরে আসে না:** যে সময় চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। নদীর স্রোত ও বাতাস যেমন প্রবাহিত হলে আর ফিরে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে প্রবাহিত সময় ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যে সময় চলে যায় তা কালের স্রোতে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। উক্ত সময়ে ভালো কাজ করলে

মানুষ পরবর্তী সময়ে ভালো প্রতিফল পায় আর খারাপ কাজ করলে খারাপ প্রতিফল পায়। যদি ভালো কিংবা খারাপ কোনো কাজ না করে ঘুমিয়ে কাটায় তাহলে তার প্রতিফলের রেকর্ড শূন্য থাকে। আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই,

টাকা, সম্পদ, মণিমুক্তা হারালে তা ফেরত পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া সময় আর ফিরে পাওয়া যায় না।

তাই 'সময়' সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য সর্বদা চেষ্টা করা দরকার।

৩. **সময় মহামূল্যবান বস্তু:** মানুষের জীবনে সময় মহামূল্যবান বস্তু। যারা সময়ের মূল্য বোঝে না তারা জীবনের মূল্য বোঝে না। যারা সময়কে কাজে লাগায় না তাদের পক্ষে জীবনকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। কোনো একজন মানুষের জীবনে উন্নতি-অগ্রগতি সাধন করতে হলে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

কেউ কেউ বলেন, Time is money.
কিন্তু বাস্তবে সময় অর্থের চেয়ে মহামূল্যবান।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা কারযাভী যথার্থই বলেছেন,
Time is more expensive tham money, gold, diamonds or pearls.

বাস্তবেই সময়ের মূল্য অপরিসীম। সোনা-রুপার মূল্য নির্দিষ্ট। যার কাছেই সোনা-রুপা আছে সে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করতে পারে। কিন্তু সময়ের মূল্য সকলের জন্য সমান নয়। যিনি এক ঘণ্টায় কয়েক লাখ টাকা আয় করেন তাঁর কাছে এক ঘণ্টার মূল্য লক্ষ টাকার চেয়ে বেশি। আর যিনি ঘণ্টায় এক হাজার টাকা আয় করেন তাঁর কাছে ঐ ঘণ্টার মূল্য এক হাজার টাকা। আর যিনি একই সময়ে ঘণ্টায় এক শত টাকা আয় করেন তার কাছে ঐ ঘণ্টার মূল্য এক শত টাকা। আর যিনি কোনো আয়ই করেন না তাঁর কাছে ঐ ঘণ্টার মূল্য শূন্য। আর যিনি ঐ ঘণ্টায় কয়েক হাজার টাকা লোকসান দেন তাঁর কাছে

ঐ ঘণ্টা লোকসানের স্মারক। এ থেকে বোঝা যায়,
সময় মূল্যবান, তবে সকলের সময়ের মূল্য সমান নয়।

কুরআন-হাদীসে সময় সম্পর্কে বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَ الْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾

æসময়ের কসম! মানুষ আসলে বড়োই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজে ব্যাপৃত থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা ১০৩; আসর ১-৩)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَالضُّحٰى ۝١ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝٢﴾

æউজ্জ্বল দিনের কসম এবং রাতের কসম যখন তা নিঝুম হয়ে যায়।" (সূরা ৯৩; দোহা ১-২)

দিন ও রাতের শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝١ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝٢﴾

æরাতের কসম! যখন তা ঢেকে যায়। দিনের কসম! যখন তা উজ্জ্বল হয়।" (সূরা ৯২; লাইল ১-২)

আল-কুরআনের অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥﴾

æসূর্যের ও তার রোদের কসম। চাঁদের কসম যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। দিনের কসম যখন তা (সূর্যকে) প্রকাশ করে। রাতের কসম যখন তা (সূর্যকে) ঢেকে নেয়। আকাশের ও

সেই সত্তার কসম, যিনি তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" (সূরা ৯১; শামস ১-৫)

মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥ ﴾

æফজরের কসম, কসম দশ রাতের, জোড় ও বেজোড়ের এবং রাতের, যখন তা বিদায় নিতে থাকে। এর মধ্যে কোন বুদ্ধিমানের জন্য কি কোন কসম আছে?" (সূরা ৮৯; ফজর ১-৫)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴾

æযারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে।" (সূরা ২৫; ফুরকান ৬২)

হাদীসে আছে, মানুষ কিয়ামতের দিন পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তা হলো,

১. তার জীবন কীভাবে ব্যয় করেছে;

২. যৌবন কীভাবে ব্যয় করেছে;

৩. সম্পদ কীভাবে আয় করা হয়েছে;

৪. সম্পদ কোন্ পথে ব্যয় করা হয়েছে;

৫. অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা হয়েছে কি না।

কুরআন-হাদীসে সময়ের ব্যাপারে বারবার তাগিদ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে না লাগালে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

উপসংহার

সময়কে সঠিকমতো কাজে লাগানোর জন্য জীবনকে সময় ব্যবস্থাপনার ছকের ভেতর পরিচালিত করতে হবে।

আপনি যদি আপনার জীবনে সময় অপচয় না করেন তাহলে আপনার দ্বারা অন্যের সময় অপচয় হবে না।

যারা নিজের সময় অপচয় করেন তারা অন্যের সময় অপচয় করতে দ্বিধা করেন না।

কেউ কেউ নিজের সময় যথাযথভাবে কাজে লাগাতে চান; কিন্তু তার দ্বারা অন্যের সময় নষ্ট হয় কি না, এ বিষয়টি চিন্তা করেন না।

অথচ, ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, মুমিন নিজের জন্য যা ভালো মনে করে, সে তার অপর মুমিন ভাই-বোনের জন্যও অনুরূপ চিন্তা করে।

আমরা যদি আমাদের সময় যথাযথভাবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করি এবং প্রয়োজনীয় সকল কাজের তালিকা তৈরি করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করি তাহলে জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ করা সম্ভব।

আর যারা নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করে উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাদের পক্ষেই জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

***